

BCS প্রিলি. লেকচার শিট

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেখক চর
০৮

Lecture Contents

ব্যাকরণ-৪

- শব্দ ও শব্দ প্রকরণ
- লিঙ্গ প্রকরণ

শব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ

শব্দ

মনের ভাব প্রকাশের জন্য এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে বা অর্থবোধক ধ্বনি হলে তাকে শব্দ বলে।
অর্থবোধক ধ্বনি ও ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলা হয়।

শব্দ
বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ।
শব্দকে বাক্যের একক বলা হয়।
বাক্যের বাহন হলো শব্দ।
শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে রূপ বলে।
শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় ধ্বনি।

শব্দ গঠনের উপায় : শব্দ গঠনের উপায়গুলো নিম্নরূপ :

উপসর্গ যোগে	সন্ধির সাহায্যে	সমাসের সাহায্যে
প্রত্যয় যোগে	দ্বিরুক্তির সাহায্যে	পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে

বাংলা শব্দ ভাঙার রয়েছে বিচিত্র শব্দের সমারোহ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে। যেমন:

- ক. উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ
- খ. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ
- গ. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ

(ক) শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ

- ব্যুৎপত্তিগতভাবে বা উৎস বিচারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে পণ্ডিতগণ ৫টি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

তৎসম শব্দ	অর্থ তৎসম শব্দ	তদ্ভব শব্দ
দেশি শব্দ	বিদেশি শব্দ	

- নবম-দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী চার প্রকার। যথা: তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি।

১. তৎসম শব্দ

- তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। তৎসম অর্থ তার (তৎ) সমান (সম)। তৎসম শব্দ বলতে বুঝায় সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষা থেকে যেসব শব্দ সরাসরি বাংলায় এসেছে ও যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। প্রাচীন ভারতীয় আৰ্যভাষা থেকে বিবর্তিত যেসব বাংলা শব্দের লিখিত চেহারা সংস্কৃত ভাষার শব্দের অনুরূপ সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে।
যেমন: ব্যাকরণ, অগ্রহায়ণ, বঙ্কিম।
- সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করে গঠিত পারিভাষিক শব্দকেও তৎসম শব্দ বলা হয়। যথা: অধ্যাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী, মহাপরিচালক, সচিবালয় ইত্যাদি।

চন্দ্র	সূর্য	ভবন	ধর্ম	ধূস	সাগর
জ্যোৎস্না	হিম	পুস্তক	বৃক্ষ	সন্ধ্যা	মানব
পাত্র	পুত্র	কবি	জীবন	ফল	কুৎসিত
শ্রাদ্ধ	গমন	অশ্ব	মস্তক	ক্ষতি	চন্দন
মাতা	দান	দধি	বায়ু	আকাশ	দেশ
জল	অলাবু	নদী	ক্ষুধা	খাদ্য	উদর
পাঠক	পঞ্চম	অঞ্চল	উত্তর	আঘাত	উষা
পৃথিবী	গ্রহ	কিংবদন্তি	তরণি	উর্ণা	

সংস্কৃত ভাষার শব্দ থেকে বিভিন্ন বাংলা শব্দের উৎপত্তি

সংস্কৃত শব্দ	বাংলা শব্দ	সংস্কৃত শব্দ	বাংলা শব্দ
দধি	দই	শাটী	শাড়ি
নিম্ব	লেবু	বাটী	বাড়ি
ফুল্ল	ফুল	ঢক্কা	ঢাক
ডিম্ব	ডিম	ক্ষুর্তি	ফুর্তি
চিপ্টিক	চিড়া	সমর্থ	সোমন্ত
দুধ্ধ	দুধ		



২. তত্ত্ব শব্দ

তত্ত্ব শব্দ

মনে রাখার টেকনিক

মা তামা'নাকে হাত দিয়ে মাছ ভাত ঘি খাওয়া শিখাতে গিয়ে আধখানা চাঁদ ধরে আনার জন্য চামারকে বাছলেন (বাছ)। কাঠ দিয়ে পাতা'য় (পা, পাতা) বাড়ি দিতেই হাতি ঘোড়া সাপ পাখি চলে আসলো।

- তত্ত্ব কথটির অর্থ হচ্ছে তার (সংস্কৃত) থেকে উদ্ভব। **তত্ত্ব শব্দগুলোকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলে।**
- যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তত্ত্ব শব্দ।
যেমন: চাঁদ, চামার, পাখি, পা, পাতা, বাছা, ভিটা, ভাত, মা, হাত, নাচ, হাত, কান, জিভ, দাঁত, হাতি, ঘোড়া, সাপ, পাখি, কুমির ইত্যাদি।

- তৎসম শব্দ থেকে তত্ত্ব শব্দের উৎপত্তি:

সংস্কৃত	প্রাকৃত	তত্ত্ব	সংস্কৃত	প্রাকৃত	তত্ত্ব
চর্মকার	চন্মআর	চামার	ঘৃত	ঘিঅ	ঘি
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ	পাদ	পাঅ	পা
মাতা	মাআ	মা	কাঠ	কট্ঠ	কাঠ
হস্ত	হথ	হাত	ভক্ত	ভত্ত	ভাত
শিষ্য	সিক্খ	শিখ	অর্থ		আধ
মৎস্য		মাছ	তাম্র		তামা

৩. অর্ধতৎসম শব্দ

অর্ধতৎসম শব্দ

মনে রাখার টেকনিক

গেরাম এ ছেরাদে'র নেমস্তন্ন খেতে এসে খিদে আর তেষ্ঠায় গিল্লি কেষ্ট বোষ্টম কে মিষ্টি আনতে বললেন। কিন্তু রাতে কুচ্ছিত যাঁড় জোছনা দেখতে দেয়নি।

- বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়, এগুলোকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে।
যেমন: গাত্র > গতর।
- বাংলা ভাষায় অর্ধতৎসম শব্দগুলো এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে।

তৎসম	অর্ধতৎসম	তৎসম	অর্ধতৎসম
গৃহিণী	গিল্লি	কৃষ্ণ	কেষ্ট
কুৎসিত	কুচ্ছিত	বৈষ্ণব	বোষ্টম
ক্ষুধা	খিদে	মিষ্ট	মিষ্টি
তৃষ্ণা	তেষ্ঠা	নিমন্ত্রণ	নেমস্তন্ন
গ্রাম	গেরাম	শ্রাদ্ধ	ছেরাদ
জ্যোৎস্না	জোছনা	যণ্ড	যাঁড়

৪. দেশি শব্দ

দেশি শব্দ

মনে রাখার টেকনিক

আবুল এক গঞ্জের কুড়ি ডাগড় টোপর মাথায় নিয়ে চোঙ্গা হাতে পেটের জ্বালায় খেয়া ডিসা করে খড় কুলা চুলা চিৎড়ি চাউল ডাব বিঙ্গা টেকি বিক্রি করতে গিয়ে সাথে নিল নারিকেল (তৎসম) পাঠা। উল্টা পথে বাড় এর পাশে আঁড় ওত পেতে ছিল খাড়া কালো বাদুড় চেঁচিয়ে বলে খুকি চাপা মারিসনা।

- আর্যদের আগমনের পূর্বে এ দেশের আদিম অধিবাসীরা যে ভাষায় কথা বলত, তাদের ভাষা থেকে যে শব্দ পাওয়া যায়, তাকে দেশি শব্দ বলে। দেশি শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না।
- বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (কোল, মুণ্ডা, প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে দেশি শব্দ বলে। যেমন:

ডাঙা	চাউল	বিনুক	ছাঁচ	ইটা	ডিঙি
গজা	চারা	খড়	ডোম	ভিড়	ম্যাজম্যাজ
বাড়	চুনি	টিল	চিড়	ট্যাক	ট্যাটা
পেট	আড়	ফের	ডাঙর	পাঁঠা	জুলজুল
ডাহা	খাড়ি	মুড়কি	বাট	ডাব	টোপর
খুঁটি	দোলমা	খোঁটা	ওত	ঢোল	চিড়িক
ম্যাড়া	খচ্চর	খোঁদি	ঢাল	ঢেউ	খোঁকি
কুলা	চুনি	ল্যাঠা	বোবা	খানা	পাখালি
কানি	বাগি	গুঁড়ি	গুঁতা	মেনি	পুঁটলি
বানি	খোঁয়াড়	ফাগ	ফাউ	ডিঙা	ল্যাদাপোকা
ডোবা	ছাঁৎ	দিদি	ন্যাবা	ধুনি	টনক
ছিপ	বানু	বামা	ছালা	ঢপ	কাবাডি
খাড়ু	পোঁটা	বাটা	বাটি	পলুই	তামাক
বায়	খিলান	চিল	খিড়কি	ইচা	পাঁদাড়
খিচুড়ি	খালুই	বোঙ্গা	খুড়া	কুঁড়ি	চুড়ি
ডুঙি	বোরো	রুই	বাখারি	খুড়ি	খিচখিচ
খন্দর	চাঙারি	চামচা	ট্যাক	চাটাই	পাটনি
চাঙ	কাঁঠুরিয়া	জামবাটি	কুলকুচা	পুঁতি	হাড়ুড়ু
কৌটা	কাঁটানটে	কাঙাল	কোরা	কাতলা	কাঁচুমাচু
ডাঁসা	কেঁড়ে	কালবাউশ			

- মুন্ডারি শব্দ : ডুড়ি
- কোল শব্দ : বোঙ্গা

৫. বিদেশি শব্দ

যে সকল বিদেশি শব্দ সরাসরি বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করেছে, সে শব্দগুলোকে বিদেশি শব্দ বলে। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। যেমন:

ফারসি শব্দ

ফারসি শব্দ

রোজা রেখে বান্দা পেরেশান হয়ে গুণাহ করে ফেললে খোদা পয়গম্বরের অনুরোধে বান্দা'র নামাজ তারাবী হাদিস এগুলো দেখে দোজখ এ না দিয়ে বেহেশত-এ ফেরেশতা'দের সাথে শিল্পী খাওয়াবেন।।



বিদেশি শব্দের মধ্যে বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ এসেছে ফারসি শব্দ থেকে। যেমন-

- ক. **ধর্মসংক্রান্ত শব্দ:** খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, রোজা, পয়গম্বর, বেহেশত, শিল্লি, বান্দা, পেরেশান, ফেরেশতা, তারাবি, হাদিস।
- খ. **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ:** কাগজ, কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, ফরমান, তোশক, দপ্তর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, মেথর, রসদ, বেগম, বান্দা, বর্গি, খোশরোজ, বাজার, পরচা, মর্সিয়া, আইন, পাঞ্জাবি, পাপোশ, পেয়াদা, পেশা, শের, দরজা।
- গ. **বিবিধ শব্দ:** আয়না, আদমি, আমদানি, আন্দাজ, কারবার, খরচ, সোয়া, জানোয়ার, জিন্দাবাদ, নমুনা, বদমাস, বরফ, মলম, রঙানি, হাঙ্গামা, হিন্দু, সবুজ, বাবেল, খাম, জঙ্গল, দারোগা, আসমান, ঘিঞ্জি, খোশমোদ, খামোখা, কাবাব, ফিরিস্তি, ফালুদা, বোরহানি, বেগার, বেকার, পেঁয়াজ, গঞ্জ, ভিস্তি, সাদা, রুমাল, সারেং, আলবোলা, পরি, পেয়ালা, পায়খানা, তেজি, শালগম, লাগাম, খাকি, খানসামা।
- **দারোগা কোন ভাষার শব্দ:** নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণে **দারোগা** শব্দকে **তুর্কি** শব্দ বলা হয়েছে (পৃ. ৫১)। তবে বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধানে দারোগা শব্দটি ফারসি বলা হয়েছে (পৃ. ৬৪৬)।
 - **লুঙ্গি কোন ভাষার শব্দ:** লুঙ্গি বর্মি শব্দ হিসেবে প্রচলিত। বর্মি বা বার্মিজ মায়ানমারের রাষ্ট্রভাষা। লুঙ্গি বা লোসাই মায়ানমারের জাতীয় পোশাক হিসেবে স্বীকৃত। **বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে লুঙ্গি** শব্দটিকে **ফারসি** বলা হয়েছে (পৃ. ১২০৭)।
 - **বর্গি কোন ভাষার শব্দ:** অষ্টাদশ শতাব্দীর অশ্বারোহী মারাঠি দস্যু সৈন্যদেরকে বর্গি বলা হয়। **বর্গি** শব্দটি **মারাঠি** শব্দ হিসেবে প্রচলিত। বর্গি শব্দকে মারাঠি বারগির শব্দের অপভ্রংশ বলা হয়। **বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে বর্গি** শব্দটি **ফারসি** বলা হয়েছে (পৃ. ৯২২)।

আরবি শব্দ

আরবি শব্দ

এলেম বা আলেমরা দোয়াত কলম দিয়ে কিতাবে গায়েব সম্পর্কিত কেছা কানুন লিখেন। উকিল মুক্তার ও মুহুরি মিলে এজলাস বা আদালতে গিয়ে মুসেফ বা হাকিমের কাছে মামলার আসামীর বাদি ও বিবাদীর জন্য হুকুম বা রায় চেয়েছে। মৌলভি, শরিফ, মোলায়েম গলায় মুসাফির বেশে অযু করে তসবীহ পড়তে পড়তে ইদ ইনসান যাকাত, হারাম, হালাল, হায়াত, কিয়ামত, গোসল, জাহান্নাম, কুরআন, ইমান, হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করছেন।।

- ক. **ধর্মসংক্রান্ত শব্দ:** আলাহ, আদাব, ইসলাম, ইমান, ওজু, কোরবানি, কোরআন, মুসাফির, কিয়ামত, কবুল, গোসল, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, শহিদ, যাকাত, হারাম, হালাল, হায়াত, দাওয়াত, শরিফ, হজ্জ, মৌলভী, আলেম, ইসলাম, ইনসান, ইদ।
- খ. **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ:** আদালত, উকিল, বাকি, মক্কেল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, রায়, বকলম, কিতাব, কেছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, দলিল, নগদ, মহকুমা, দালাল, মুসেফ, মোক্তার, জরিমানা, জরিপ, ইস্তফা, জেলা, লোকসান, আব্বা।
- গ. **বিবিধ শব্দ:** অক্কেল, আজ, তেজারত, তাকলিফ, তবলা, মোলায়েম, জিরকোনিয়াম, মশগুল, মশকরা, তুফান, শরবত, লেবু, বোরন, তারিখ, বোরকা, ফানুস, খত, খাসি, খালু, দখল, হারেম, ইউনানি, সাবান, ওজন, লাখেরাজ, গোলাম, আলাদা, দলিল।

- বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে **তারিখ** শব্দটি **আরবি** বলা হয়েছে (পৃ. ৫৯৯), কিন্তু নবম দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণে **তারিখ** **ফারসি** শব্দ বলা হয়েছে (পৃ. ৫১)।

পর্ভুগিজ শব্দ

পর্ভুগিজ শব্দ

এক পাদ্রি বালতিতে করে আনারস নিয়ে গির্জায় গেল। তারপর **দরজা** **জানালা** **ভেঙ্গে** **গুদামে** **গিয়ে** **চাবি** **দিয়ে** **আলমারি** **খুলে** **আলপিন** **বের** **করল** **এবং** **পাউরুটি** **খেয়ে** **বসে** **থাকল**।

আতা, আনারস, আলপিন, আলমারি, আলকাতরা, ইস্তিরি, ইস্পাত, কেদারা, কামরা, কেরানি, কপি, গির্জা, গুদাম, গামলা, চাবি, জানালা, জালা, পেঁপে, পেরেক, পাউরুটি, পাদরি, পেয়ারা, পিস্তল, ফিতা, বালতি, বোতাম, বারান্দা, বেহালা, বর্গা, ইংরেজি, তোয়ালে, নিলাম, কাফ্রি, কাবাব, বোতল, বোমা, বোম্বটে, ইংরেজ, কার্তুজ, সাণ্ড।

ইংরেজি শব্দ

ইংরেজি শব্দ দুই প্রকারে পাওয়া যায়।

- ক. **অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে:** কমা, কলেজ, কেরোসিন, চেয়ার, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেনসিল, ব্যাগ, ফেল, বিল, মাস্টার, লাইব্রেরি, টুল, ফুটবল, টেবিল, টিকিট, স্টিমার, রেল, লাইন, পুলিশ, স্টেশন, থিয়েটার, কোম্পানি, ডিসমিস, মাস্টার, সিনেমা।
- খ. **পরিবর্তিত উচ্চারণে:** অফিম (Opium), অফিস (Office), বাক্স (Box), স্কুল (School), হাসপাতাল (Hospital), বেঞ্চি (Bench), গেলাস (Glass), জেল (Jail), এজেন্ট (Agent), কামান (Cannon), কৌসুলি (Counsellor)।

আরো কিছু শব্দ:

তুর্কি: আলখাল্লা, উজবুক, কাঁচি, কাবু, কুলি, কুর্নিশ, কোর্তা, কোর্মা, খাঁ, চাকর, চাকু, চকমক, তোপ, বাবুর্চি, লাশ, বন্দুক, বারুদ, বাবা, সুলতান, বেগম, মুচলেকা, খোকা, চিলমচি।

তুর্কি শব্দ

সুলতান চাকর চাকু তোপ দারোগা বারুদ নিয়ে বাবুর্চি খোকা, খাঁ ও বেগমকে ভয় দেখাতে গিয়ে উল্টো বাবা আলখাল্লা পরে কোর্তা কোর্মা উজবুক কাঁচি দিয়ে তাকে কাবু করে ফেললো। এসব দেখে কুলি কুর্নিশ ও মুচলেকা দিয়ে চিলমচি নিয়ে বিদায় হল।

হিন্দি: ভাই, চাচা, বোন, মামা, মামি, কাহিনি, রুটি, চানাচুর, চাচি, দাদা, খেলনা, গাং, ছোকরা, হালুয়া, লাগাতার, সমঝোতা, ঘুগনি, ইস্তক, খতিয়ান, ফুচকা, ফুলকা, পায়তারা, ঢাড়ি, বাভা, ঢাল, ঢাউস, ধরতি, ধাঙুর, পোখরাজ, মোড়ক, পিচকারি, টোল, জুতা, ধুতি, খাস্তা, খিরা, টহল, পাগড়ি, বাবু, শেরওয়ানি, ঠাঞ্জ, লালচ, লাটু, জরু, চাটনি, কলকি, নানা, নানি।

ফরাসি: আঁতাত, কুপন, ক্যাফে, ডিপো, ফরাসি, ওলন্দাজ, গ্যারাজ, বুর্জোয়া, রেস্তোরাঁ, আঁতেল, ম্যাটিনি, ম্যাগাজিন, ম্যাগানিজ, ব্রোঞ্জ, ব্লক, ব্লাউজ, ইঙ্কুপ, ক্লোরোফিল, কার্নিশ, কার্পেট, কার্বন, ফার্নিচার, ফসিল, পাতলুন, পিকনিক, পিকিটিং, ট্রফি, ভিসা, অ্যাটর্নি, ক্যাবিনেট, ক্যাপসুল, ক্যালেন্ডার, ক্যাশিয়ার, গুকোজ, গ্লিসারিন, ক্যাসেট, গ্র্যাচুইটি, ট্র্যাফিক, ট্রেজারি, প্লাস্টিক, প্ল্যান, প্ল্যাটফর্ম, চকলেট, সিগারেট, ক্যাডার।



লাতিন: ম্যাপ, ম্যাক্সি, ম্যাগনেশিয়াম, ল্যামিলেশন, ল্যাবরেটরি, বোনাস, ফিউজ, ফাইলোরিয়া, টর্পেডো, ডিকশনারি, ডায়াবিটিস, করোটি, ইলেকশন, টাইপিস্ট, অ্যাফিডেভিট, অ্যামিবা, অ্যাসিড, অ্যামেচার, অ্যাস্টেনা, ক্যামেরা, ক্যাম্পাস, ট্যালকম, ইউরেনিয়াম, ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, ইউনিফর্ম, ইউক্যালিপটাস, সেপটিক।

ওলন্দাজ/ডাচ: ক্যারেট, ইস্কাপন, টেকা, তুরূপ, রুইতন, হরতন, ল্যাভস্কেপ, ড্রিল, ড্রেজার, ট্রিগার, ট্রোলার, পটাশ, ব্র্যান্ডি।

স্প্যানিশ: হারমাদ, ফার্ম, ডেঙ্গু, ক্যাফেটেরিয়া, আলপাকা, কুইনাইন।

ইতালিয়ান: ফ্যাসিস্ট, মাফিয়া, ম্যাজেন্টা, ম্যালেরিয়া, কার্টুন, কার্নিভ্যাল, ক্যাসিনো, স্টুডিও, জেব্রা, লাভা।

জাপানি: জুডো, রিকশা, প্যাগোডা, সুনামি, হারিকিরি, হাসনুহানা, ক্যারাটে।

মনে রাখার টেকনিক হাসনুহানা জুডো রিকশা চড়ে 'প্যাগোডা' সুনামি হারিকিরি ও ক্যারাটে নিয়ে ভাবতে লাগলো।

গ্রিক: দাম, কেন্দ্র, ক্রোন, ক্রোরিন, আইসোটোপ, ইউরেনাস।

জার্মান/জার্মন: নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন, ট্রাম।

চীনা: চা, চিনি, লুচি, লিচু, এলাচি, সাম্পান।

মনে রাখার টেকনিক এলাচি লুচি পরে চা চিনি লিচু নিয়ে সাম্পান এ করে আসলো।

তামিল: চুরুট।

বর্মি: ফুঙ্গি, নাপ্পি।

সিংহলি: সিডর (অর্থ-চোখ), বেরিবেরি।

রুশ: বলশেভিক।

গুজরাটি: হরতাল।

অস্ট্রেলিয়ান: বুমেরাং, ক্যাস্কার।

মালয়: কাকাতুয়া, কিরিচ।

তিব্বতি: শেরপা, লামা।

● **চকলেট কোন ভাষার শব্দ:** চকলেট মেক্সিকান শব্দ হিসেবে প্রচলিত। তবে বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে চকলেট শব্দটি ফরাসি শব্দ বলা হয়েছে (পৃ. ৪৩৮)।

● হাসনুহানা জাপানি শব্দ হাসনাহেনা বাংলা শব্দ।

● পাঞ্জাবি হিসেবে পরিচিত চাহিদা শব্দটি বাংলা শব্দ ও শিখ শব্দটি সংস্কৃত শিষ্য থেকে এসেছে।

মিশ্র শব্দ

কোনো কোনো সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দদ্বৈত সৃষ্টি হয়ে থাকে। মিশ্র শব্দকে সংকর শব্দও বলে।

মিশ্র শব্দ

মনে রাখার টেকনিক বোমাবাজ পকেটমার ব্যারোমিটার চুরি করতে গিয়ে ডাক্তারখানায় ধরা পড়ল। আইনজীবী তাকে বাঁচানোর চৌহদ্দি লিখতে গিয়ে কালিকলম শেষ করে ফেললো। শাকসবজি খেতে খেতে হেড পণ্ডিত তা অবলোকন করছিল এবং খ্রিস্টাব্দ গুণছিলো।

যেমন-

মিশ্র শব্দ	ভাষা	মিশ্র শব্দ	ভাষা
চৌহদ্দি	ফারসি+ আরবি	হাট-বাজার	বাংলা+ফারসি
কালিকলম	বাংলা+আরবি	হেড-মৌলভী	ইংরেজি+ফারসি
শাকসবজি	তৎসম+ফারসি	রাজা-বাদশা	তৎসম+ফারসি
হেড-পণ্ডিত	ইংরেজি+তৎসম	শ্রমিক-মালিক	তৎসম+আরবি
আইনজীবী	ফারসি+তৎসম	খ্রিস্টাব্দ	ইংরেজি+তৎসম
ডাক্তারখানা	ইংরেজি+ফারসি	মাস্টারমশাই	ইংরেজি+তৎসম
পকেটমার	ইংরেজি+বাংলা	ডাক্তারবারু	ইংরেজি+ফারসি
ব্যারোমিটার	গ্রিক+ইংরেজি	বকলম	ফারসি+আরবি
বোমাবাজ	পর্তুগিজ+ফারসি	চৌকিদার	বাংলা+ফারসি

উপসর্গ গঠিত শব্দ

বেটাইম	ফারসি উপসর্গ + ইংরেজি
বেহেড	ফারসি উপসর্গ + ইংরেজি
নিটল	বাংলা উপসর্গ + তৎসম

- **খণ্ডিত শব্দ:** শব্দের কোন একটি অংশ যখন এককভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় তখন তাকে খণ্ডিত শব্দ বলে।
যেমন: টেলিফোন > ফোন, কমলা লেবু > কমলা, মাইক্রোফোন > মাইক।

(খ) শব্দের গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে গঠন অনুসারে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ।

ক. মৌলিক শব্দ: মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন: গোলাপ, মা, ফুল, নাক, লাল, তিন, হাত, মাটি, ঢাকা, বাড়ি, পাখি, কালো ইত্যাদি।

খ. সাধিত শব্দ: যে সকল শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন: গায়ক, প্রহার পরিচালক, গরমিল, সম্পাদকীয়, সংসদ-সদস্য প্রভৃতি। শব্দের দ্বিত্ব করেও সাধিত শব্দ হয়ে থাকে।

যেমন: ফিসফিস, ধুমাধুম।

ঘরামি (ঘর + আমি)	ডুরুরি (ডুব্ + উরি)
প্রশাসন (প্র + শাসন)	গরমিল (গর + মিল)
উপহার (উপ + হার)	প্রহার (প্র + হার)
শীতল (শীত + ল)	গৌরব (গুরু + বঃ)
নেয়ে (না + ইয়া)	চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ)
চলন্ত (চল্ + অন্ত)	নীলাকাশ (নীল যে আকাশ)



(গ) শব্দের অর্থ অনুসারে শ্রেণিবিভাগ

শব্দার্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত।

যথা: যৌগিক শব্দ, রুঢ়ি শব্দ, যোগরুঢ় শব্দ।

ক. **যৌগিক শব্দ:** যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে।

যেমন: দৌহিত্র, সাংবাদিক, গায়ক, মধুর, মিতালি, জলজ, চিকামারা, বাবুয়ানা, রাধুনী, পিতৃহীন, চালক, পাঠক, পাগলামী ইত্যাদি।

শব্দ	গঠন	অর্থ
কর্তব্য	কৃ + তব্য	যা করা উচিত
বাবুয়ানা	বাবু + আনা	বাবুর ভাব।
মধুর	মধু + র	মধুর মত মিষ্টি গুণযুক্ত।
গায়ক	গৈ + গক (অক)	গান করে যে।
দৌহিত্র	দুহিতা + ষ্য	কন্যার পুত্র, নাতি।
লাজুক	লাজ + উক	লজ্জাবোধ করে এমন।

যৌগিক শব্দ

মধুর গায়ক কর্তব্য না করে বাবুয়ানার মত ভাব করে রাধুনি দৌহিত্রকে নিয়ে চিকামারাতে গিয়ে দেখল পিতৃহীন চালক পাঠক মিতালী'র সঙ্গে পাগলামি করছে।

খ. **রুঢ়ি শব্দ:** যে সকল শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তাকে রুঢ়ি শব্দ বলে।
যেমন: হস্তী, বাঁশি, তৈল, প্রবীণ, সন্দেশ, হরিণ, পাঞ্জাবী, বি ইত্যাদি।

শব্দ	প্রকৃত অর্থ
হস্তী (হস্ত + ইন)	অর্থ: হস্ত আছে যার; কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়।
গবেষণা (গো+এষণা)	অর্থ: গোরু খোঁজা। কিন্তু গভীরতম অর্থ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।
বাঁশি	বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।
তৈল	শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে-কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন: বাদাম তৈল।
প্রবীণ	শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত ছিল প্রকৃষ্টরূপে বীনা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শব্দ	প্রকৃত অর্থ
সন্দেশ	শব্দ ও প্রত্যয়গত অর্থে সংবাদ। কিন্তু রুঢ়ি অর্থে মিস্ট্রি বিশেষ।
হরিণ	হরণ করেছে এমন কিছু না বুঝিয়ে একটি প্রাণীকে বোঝায়।

রুঢ়ি শব্দ

তেল'এ ভাজা সন্দেশ খেয়ে প্রবীণ লোকটি পাঞ্জাবী পরে বি'কে মনে রাখার টেকনিক নিয়ে হস্তীর পিঠে ওঠে বাঁশি বাজায় যা গবেষণা করে দেখে হরিণ দ্রুতগামী প্রাণী।

গ. **যোগরুঢ় শব্দ:** সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরুঢ় শব্দ বলে।
যেমন: পঙ্কজ, রাজপুত্র, জলদ, আদিত্য, তুরঙ্গম, চাঁদমুখ, সুহৃৎ ইত্যাদি।

শব্দ	প্রকৃত অর্থ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু পঙ্কজ শব্দটি একমাত্র পদ্মফুল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরুঢ় শব্দ।
রাজপুত্র	রাজার পুত্র অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরুঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতিবিশেষ'।
মহাযাত্রা	মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরুঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ 'মৃত্যু'।
জলধি	'জল ধারণ করে এমন অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র 'সমুদ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
তুরঙ্গম	'স্ত্রী না থাকলেও যে সংযমী থাকতে পারে বা ইচ্ছে করলেই দৌড়ের বেগ যে বাড়াতে পারে' অর্থ পরিত্যাগ করে শুধু ঘোড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যোগরুঢ় শব্দ

রাজপুত্র আদিত্য তুরঙ্গমে চড়ে পঙ্কজ ও সরোজ তোলার উদ্দেশ্যে জলধিতে যাওয়ার জন্য মহাযাত্রার আয়োজন করল।

* অন্যান্য যোগরুঢ় শব্দ : সরোজ, আদিত্য।



এক কথায় উত্তর

- অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে কী বলে?
উত্তর: দেশি শব্দ।
- উৎপত্তিগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
উত্তর: ৫ ভাগে।
- যে সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন, তাকে কী বলে?
উত্তর: যৌগিক শব্দ।
- উৎসমূলকভাবে শব্দের শ্রেণি বিভাগ কয়টি?
উত্তর: ৫টি।

- অর্থমূলকভাবে শব্দ কয়প্রকার?
উত্তর: ৩ প্রকার।
- যোগরুঢ় শব্দ কোনগুলো-
উত্তর: পঙ্কজ, রাজপুত্র, জলধি, তুরঙ্গম প্রভৃতি।
- 'সন্দেশ' কী ধরনের শব্দ?
উত্তর: রুঢ়ি শব্দ।
- 'কর্তব্য' কী ধরনের শব্দ?
উত্তর: যৌগিক শব্দ।



৯. 'প্রবীণ' কোন ধরনের শব্দ?
উত্তর: রূঢ়/রূঢ়ি শব্দ।
১০. মৌলিক শব্দ-
উত্তর: গোলাপ, নাক, লাল, তিন, হাত ইত্যাদি।
১১. অর্থ অনুসারে 'হরিণ' কোন ধরনের শব্দ?
উত্তর: রূঢ়ি শব্দ।
১২. 'বাড়ি' শব্দের উৎস কী?
উত্তর: সংস্কৃত শব্দ বাটী।
১৩. এক বা একাধিক বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে কী বলে?
উত্তর: শব্দ।
১৪. 'লুঙ্গি' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: বর্মি। [বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে 'লুঙ্গি' শব্দটি ফারসি বলা হয়েছে]
১৫. 'শাকসবজি' শব্দটির উৎপত্তি
উত্তর: তৎসম + ফারসি।
১৬. 'চানাচুর' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
উত্তর: হিন্দি।
১৭. 'রুইতন' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উত্তর: ওলন্দাজ।
১৮. 'চকমক' শব্দটি এসেছে
উত্তর: তুর্কি।
১৯. হরতাল কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: গুজরাটি।
২০. 'তারিখ' কোন ভাষার শব্দ
উত্তর: ফারসি।
২১. গাং শব্দটি
উত্তর: হিন্দি।
২২. 'কুলি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উত্তর: তুর্কি।
২৩. 'বাবুর্চি' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: তুর্কি।
২৪. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'লেবু' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উত্তর: ফারসি।
২৫. 'জানাযা' শব্দটি
উত্তর: বিদেশি।
২৬. 'জানালা' শব্দটি
উত্তর: পর্তুগিজ।
২৭. 'পানি' শব্দটি বাংলা কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর: হিন্দি।
২৮. 'নামায' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর: ফারসি।
২৯. 'খিদে' কোন ধরনের শব্দ?
উত্তর: অর্ধ-তৎসম।
৩০. 'চকলেট' কোন দেশের ভাষার শব্দ?
উত্তর: মেক্সিকান।
৩১. 'খোদা' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: ফারসি।
৩২. 'খ্রিস্টাব্দ' হচ্ছে-
উত্তর: মিশ্র শব্দ।
৩৩. তদ্ভব-এর অর্থ হলো-
উত্তর: তার থেকে উৎপন্ন।
৩৪. 'হাটবাজার' কোন কোন ভাষার শব্দ নিয়ে গঠিত?
উত্তর: বাংলা ও ফারসি।
৩৫. 'ম্যালেরিয়া' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: ইংরেজি।
৩৬. 'হরতন' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: ওলন্দাজ।
৩৭. 'ডাক্তার বাবু' কোন শ্রেণির শব্দ?
উত্তর: মিশ্র।
৩৮. যেসব শব্দ মূল অর্থ প্রকাশ না করে অন্য বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাকে কী বলে?
উত্তর: রূঢ়ি শব্দ।
৩৯. 'মিতালি' কোন প্রকৃতির শব্দ?
উত্তর: যৌগিক।
৪০. চা, লিচু, লুচি কোন জাতীয় শব্দ?
উত্তর: চৈনিক।
৪১. 'পাউরুটি' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: পর্তুগিজ।
৪২. 'ইংরেজ' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: পর্তুগিজ।
৪৩. 'আলকাতরা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উত্তর: পর্তুগিজ।
৪৪. 'রেন্ডেরা' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: ফারসি।
৪৫. বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ এসেছে?
উত্তর: ফারসি থেকে।
৪৬. চন্দ্র শব্দের তদ্ভব রূপ-
উত্তর: চাঁদ।
৪৭. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'টুপি' শব্দটি কোন দেশীয়?
উত্তর: পর্তুগিজ।
৪৮. 'রিকসা' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর: জাপানি।
৪৯. শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয়?
উত্তর: রূপ।
৫০. চাঁদ + মুখ কোন ধরনের শব্দ?
উত্তর: যোগরূঢ় শব্দ।
৫১. 'সুহৃদ' কি ধরনের শব্দ
উত্তর: যোগরূঢ় শব্দ।
৫২. বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারে বিদেশি শব্দ কত ভাগ এসেছে?
উত্তর: ৮%।
৫৩. 'ধূম' শব্দটি কোন শ্রেণিভুক্ত?
উত্তর: তৎসম।
৫৪. 'শাড়ি' শব্দের উৎস
উত্তর: 'সংস্কৃত শাটী'।
৫৫. "ওরে, বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি" বাছা শব্দটি
উত্তর: তদ্ভব।
৫৬. গেরাম কোন জাতীয় শব্দ?
উত্তর: অর্ধ-তৎসম।
৫৭. 'কৃষ্ণ'-এর অর্ধ-তৎসম শব্দ কোনটি?
উত্তর: কেঁট।



৫৮. Boron এবং Zirconium নাম দুটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

উত্তর: আরবি।

৫৯. 'বকলম' শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে?

উত্তর: আরবি ভাষা থেকে।

৬০. 'জঙ্গল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

উত্তর: ফারসি।

৬১. 'সোয়া' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?

উত্তর: ফারসি।

৬২. 'আঁতাত' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?

উত্তর: ফারসি।

৬৩. 'পুলিশ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

উত্তর: ইংরেজি।

৬৪. 'খিঞ্জিখেউড়' কোন ভাষার শব্দ?

উত্তর: বাংলা।



Teacher's Work



- 'আসমান' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [৪৩তম বিসিএস]

ক) পর্তুগিজ	খ) ফরাসি
গ) আরবি	ঘ) ফারসি
- 'গীর্জা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ? [৪০তম বিসিএস]

ক) ফারসী	খ) পর্তুগিজ
গ) ওলন্দাজ	ঘ) পাঞ্জাবী
- 'জোছনা' কোন শ্রেণির শব্দ? [৪০তম বিসিএস]

ক) যৌগিক	খ) তৎসম
গ) দেশী	ঘ) অর্ধ-তৎসম

লিঙ্গ প্রকরণ

লিঙ্গ শব্দটির অর্থ চিহ্ন। সংস্কৃত লিঙ্গ শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরকম, লিঙ্গ্ + অ = লিঙ্গ। লিঙ্গ শব্দের বিশেষ অর্থ থাকলেও ব্যাকরণে এটি শব্দের শ্রেণিবিশেষ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। একটি শব্দ স্ত্রীবচক, পুরুষবচক অথবা স্ত্রী বা পুরুষ কোনোটাই না হলে ক্লীববচকও হতে পারে।

বাংলা ভাষায় প্রধানত বিশেষ্য পদেরই লিঙ্গের পার্থক্য হয়। কেবল প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষের ভেদ রয়েছে। প্রাণী হয় পুরুষ না হয় স্ত্রী, যারা প্রাণী নয় তাদের পুরুষ ও স্ত্রী নেই, তারা ক্লীব অপর কোনো কোনোটি পুরুষ ও স্ত্রী দুটিই বোঝায়। এদিক থেকে বিচার করে বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ্য পদের চার প্রকার লিঙ্গ স্বীকার করা হয়েছে—

- | | |
|---------------|----------------|
| ১. পুংলিঙ্গ | ২. স্ত্রীলিঙ্গ |
| ৩. ক্লীবলিঙ্গ | ৪. উভয়লিঙ্গ |

১. পুংলিঙ্গ

যে সকল নামবাচক শব্দের দ্বারা পুরুষ বোঝায়, তাদের পুংলিঙ্গ বলে। যেমন— বাবা, কাকা, দাদা, ছেলে, প্রবীণ, কিশোরী ইত্যাদি।

২. স্ত্রীলিঙ্গ

যে সকল নামবাচক শব্দের দ্বারা স্ত্রী বোঝায়, তাদের স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন: মা, কাকি, দাদি, নানি, প্রবীণা, কিশোরী ইত্যাদি।

৩. ক্লীবলিঙ্গ

যে সকল নামবাচক শব্দের দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী কোনোটাই বোঝায় না, তাদের ক্লীবলিঙ্গ বলে।

যেমন: গাছ, পাহাড়, পর্বত, ফল, টেবিল, বই ইত্যাদি।

৪. উভয়লিঙ্গ

উপর্যুক্ত তিনটি লিঙ্গ ছাড়াও ব্যাকরণে আরেকটি লিঙ্গ স্বীকৃত, তা হলো উভয়লিঙ্গ। এগুলো স্ত্রী, পুরুষ উভয়ই বোঝায়।

যেমন: শিশু, কবি, ডাক্তার, শিল্পী ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় বিশেষ্য পদের কোনো লিঙ্গ হয় না। তবে, অনেক সময় বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুযায়ী লিঙ্গ হয়ে থাকে। যেমন:

পুংলিঙ্গ বিশেষণ

জ্যেষ্ঠ পুত্র
মুহতারাম, জনাব
মাননীয়
বুদ্ধিমান বালক
শিক্ষিত ভদ্রলোক

স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ

জ্যেষ্ঠা কন্যা
মুহতারামা, জনাবা
মাননীয়া
বুদ্ধিমতী বালিকা
শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা

লিঙ্গ পরিবর্তন বা লিঙ্গান্তর

(ক) প্রত্যয়যোগে লিঙ্গ পরিবর্তনের নিয়মাবলি

১. অ-কারান্তে পুংলিঙ্গের শেষে 'আ' যোগ করে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সভ্য	সভ্যা	নবীন	নবীনা	বরণীয়	বরণীয়া
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	শিষ্য	শিষ্যা	চপল	চপলা
প্রিয়	প্রিয়া	মনোহর	মনোহরা	ক্রৌঞ্চ	ক্রৌঞ্চা
মাননীয়	মাননীয়া	উত্তম	উত্তমা	কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠা
মলিন	মলিনা	সহোদর	সহোদরা	জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা
দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া	কৃপণ	কৃপণা	প্রাচীন	প্রাচীনা
প্রিয়তম	প্রিয়তমা	জীবিত	জীবিতা	কৃশ	কৃশা
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া	অশ্ব	অশ্বা	কমণীয়	কমণীয়া

২. অ এবং আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ বিশেষ্য পদের শেষে 'ঈ'-কার যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
তরুণ	তরুণী	মানব	মানবী	রজক	রজকী
ষোড়শ	ষোড়শী	স্নেহময়	স্নেহময়ী	কর্তা	কর্ত্রী
দেব	দেবী	সুন্দর	সুন্দরী	নেতা	নেত্রী
নর্তক	নর্তকী	শুকর	শুকরী	পাগল	পাগলী
দাতা	দাত্রী	মামা	মামী	হরিণ	হরিণী
শঙ্কর	শঙ্করী	ঈশ্বর	ঈশ্বরী	মৎস্য	মৎসী
পিতামহ	পিতামহী	নদ	নদী	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী
ছোড়া	ছোড়ী	তাপস	তাপসী	মৃগ	মৃগী



৩. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে অক্ থাকলে অক্ -কে ইক করে নিয়ে তার শেষে আ-প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করতে হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গায়ক	গায়িকা	শ্রেয়ক	শ্রেয়িকা	নায়ক	নায়িকা
বাহক	বাহিকা	পাচক	পাচিকা	সাধক	সাধিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	অধ্যাপক	অধ্যাপিকা	প্রচারক	প্রচারিকা
পালক	পালিকা	গ্রাহক	গ্রাহিকা	শিক্ষক	শিক্ষিকা
অভিভাবক	অভিভাবিকা	ভক্ষক	ভক্ষিকা	চালক	চালিকা

৪. কতগুলো পুংলিঙ্গের শেষে 'আনী' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অরণ্য	অরণ্যানী	মাতুল	মাতুলানী	চাকর	চাকরানী
মেথর	মেথরানী	চৌধুরী	চৌধুরানী	মোগল	মোগলানী
ব্রহ্ম	ব্রহ্মাণী	পণ্ডিত	পণ্ডিতানী	নাপিত	নাপিতানী
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়ানী	বন	বনানী	শূদ্র	শূদ্রানী

৫. কতগুলো পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'ইনী' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অভাগা	অভাগিনী	মাতঙ্গ	মাতঙ্গিনী	সাপ	সাপিনী
কাঙাল	কাঙালিনী	পাগল	পাগলিনী	সঙ্গী	সঙ্গিনী
গোপ	গোপিনী	বিহঙ্গ	বিহঙ্গিনী	সন্ন্যাস	সন্ন্যাসিনী
বাঘ	বাঘিনী	চাতক	চাতকিনী	শ্বেতাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গিনী
রজক	রজকিনী	ভিখারী	ভিখারিনী	মালী	মালিনী

৬. কতগুলো পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'নী' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ভিখারী	ভিখারিনী	কৃষাণ	কৃষাণী	ধোপা	ধোপানী
মায়াবী	মায়াবিনী	অভাগা	অভাগিনী	বেদে	বেদেনী
দুগ্ধী	দুগ্ধিনী	যশস্বী	যশস্বিনী	জেলে	জেলেণী
বিদেশি	বিদেশিনী	ডাক্তার	ডাক্তারিনী	প্রেত	প্রেতনী
নাতি	নাতিনী	ননদাই	ননদাণী	কুমার	কুমারনী

৭. ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গান্তর বা লিঙ্গ পরিবর্তন:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাদশা	বেগম	পুরুষ/নর	নারী	কুলি	কামিন
বর	কনে	চাকর	ঝি	ভাই	ভাবী/বোন
স্বামী	স্ত্রী	সম্রাট	সম্রাজ্ঞী	দেবর	ননদ/জা
খালু	খালা	সাধু	সাধ্বী	বিপত্নীক	বিধবা
লর্ড	লেডি	ভূত	পেত্নী	পুত্র	কন্যা
দুলহা	দুলহিন	ফুফা	ফুফু	খানসামা	আয়া
বিদ্বান	বিদ্বয়ী	খান	খানম	আব্বা	আম্মা
এঁড়ে	বকনা	শুক	শারি	গোলাম	বাঁদী

৮. 'বান', 'মান', 'আন', 'ছলে 'অতী' 'য়সী' প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বিদ্যাবান	বিদ্যাবতী	ভূয়ান	ভূয়সী	জ্ঞানবান	জ্ঞানবতী
মহিয়ান	মহীয়সী	শ্রীমান	শ্রীমতী	শ্রেয়ান	শ্রেয়সী
মতিমান	মতিময়ী	গরিয়ান	গরীয়সী		

৯. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'ন' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নাতী	নাতিনী	ঠাকুর	ঠাকুরণ

১০. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'আইন' প্রত্যয় যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বেয়াই	বেয়াইন	হজুর	হজুরাইন	দুলহা	দুলহাইন

১১. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'বিনী' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
তেজস্বী	তেজস্বিনী	ওজস্বী	ওজস্বিনী	মায়াবী	মায়াবিনী
মেধাবী	মেধাবিনী	পরস্বী	পরস্বিনী	যশস্বী	যশস্বিনী

১২. কর্তা, দাতা ইত্যাদি পুংলিঙ্গকে অর্থাৎ 'ত' কে 'ত্রী' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাতা	দাত্রী	কর্তা	কর্ত্রী	শিক্ষাদাতা	শিক্ষাদাত্রী
ধাতা	ধাত্রী	অভিনেতা	অভিনেত্রী	বিধাতা	বিধাত্রী

১৩. পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে প্রযুক্ত অস, অৎ, বান, বিন, চর, ইক, নয়, দৃশ, ঈশ শব্দাবলির শেষে 'ঈ' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গরীয়ান	গরীয়সী	জলচর	জলচরী	আয়ুস্মান	আয়ুস্মতী
শ্রেয়স	শ্রেয়সী	ধীমান	ধীমতী	তাদৃশ	তাদৃশী
দয়াময়	দয়াময়ী	হিতকর	হিতকরী	মধুকর	মধুকরী
মায়াবিন	মায়াবিনী	মানিন	মানিনী	শুভঙ্কর	শুভঙ্করী
মহৎ	মহতী	সৎ	সতী	বলবৎ	বলবতী
বৃহৎ	বৃহতী	খেচর	খেচরী	ভগবৎ	ভগবতী

১৪. পুরুষবাচক শব্দের আগে অথবা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
শিল্পী	নারী শিল্পী	সৈন্য	মহিলা সৈন্য
ভাই	ভাই-বৌ	প্রতিনিধি	মহিলা প্রতিনিধি
নাতি	নাত-বৌ	ভাগনে	ভাগনে-বৌ

১৫. শব্দের আগে বা পরে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বসিয়ে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	ষাড় গরু	গাই গরু
বেটা ছেলে	মেয়ে ছেলে	মর্দা উট	মাদী উট
ছলো বিড়াল	মেনী/মাদী বিড়াল	পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ

১৬. কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের একাধিক স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দেবর	ননদ, জা	ভাই	বোন, ভাবী
পুত্র	কন্যা, পুত্রবধূ	বন্ধু	বান্ধবী, বন্ধুপত্নী
দাদা	দাদি, বৌদি	শিক্ষক	শিক্ষিকা, শিক্ষয়ত্রী

- (খ) বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ

১. যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' রয়েছে, স্ত্রীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে 'ত্রী' হয়।

যেমন: নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী ইত্যাদি।

২. পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত, মান, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়। যেমন:

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
মহৎ	মহতী	সৎ	সতী
রূপবান	রূপবতী	শ্রীমান	শ্রীমতি
গুণবান	গুণবতী	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী



৩. কোন কোন পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়।

যেমন:

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
নর	নারী	বন্ধু	বান্ধবী
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী	যুবক	যুবতী
শিক্ষক	শিক্ষয়ত্রী	স্বামী	স্ত্রী
পত্নী	পত্নী	শ্বশুর	শ্বশ্রু

৪. বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
মুহতারিম	মুহতারিমা	সুলতান	সুলতানা
খান	খানম	মরদ	জেনানা
মালেক	মালেকা	সাহেব	মেম

➔ নিত্য পুরুষবাচক শব্দ: বিপত্নী, সভাপতি, কৃতদার, ঢাকী।

➔ নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ: সধবা, বিধবা, সৎমা, সতীন, সজনী, অঙ্গনা, ললনা, রূপসী ডাইনী, পেত্নী, শাকচুন্নী, দাই, এয়ো।

➔ উভয়লিঙ্গ শব্দ: সন্তান, মস্ত্রী, ঋষি, ফৌজ, সৈন্য, পুলিশ, শিশু, হাতী, মানুষ, গরু, আমি, তুমি, তুই, আপনি, সে, তিনি, ইনি, উনি, জল, পাখি।

➔ লিঙ্গ সম্পর্কিত কতিপয় ধারণা

১. পুরুষবাচক শব্দের সাথে ঙ্গ থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী এবং আগের 'ঙ্গ' 'ই' হয়।

যেমন: ভিখারী-ভিখারিনী, মালী-মালিনী।

২. অক্-অন্ত স্থানে স্ত্রী লিঙ্গে 'ইকা' হয় যেমন: গায়ক-গায়িকা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা।

৩. ই প্রত্যয় যুক্ত হলে স্ত্রী লিঙ্গে শব্দের অন্ত য-ফলা (্য) লোপ পায়।
যেমন: মনুষ্য-মনুষী, মৎস্য-মৎসী, মাদুর্য-মাদুরী।৪. ইন ও বিন - অন্ত শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে ঙ্গ-(প্রসারে ইনী) হয়। যেমন-
গুণিন > গুণী-গুণিনী, মায়াবিন > মায়াবী-মায়াবিনী, তেজস্বীন > তেজস্বী-তেজস্বিনী।

৫. জায়া অর্থে 'ভব' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে আনী হয় যেমন- ভব-ভবনী, শিব-শিবনী।

৬. কতগুলো শব্দের আগে পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করা হয়। যেমন-পুরুষলোক-মেয়েলোক, বেটাছেলে-মেয়েছেলে, মদা হাঁস-মাদী হাঁস।

৭. কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীবাচক করা হয়। যেমন: কবি-মহিলা কবি, ডাক্তার - মহিলা ডাক্তার, কর্মী-মহিলা কর্মী।

৮. কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের সাথে তা থাকলে স্ত্রী বাচকতায় ত্রী হয়।
যেমন: নেতা-নেত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী।৯. কতগুলো শব্দের শেষে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দযোগে লিঙ্গান্তর করা হয়।
যেমন- বোন পো-বোন বি, ঠাকুরদা-ঠাকুর মা, ঠাকুর পো-ঠাকুর বি।

নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ

সধবা ইউক আর বিধবা ইউক স্বপত্নী হওয়া

সত্ত্বেও সতীনেরা একে অন্যকে শাঁকচুন্নি

ডাইনি, বাইজি, কলঙ্কিনী ও কুলটা গালি দেয়।

এদিকে অসূর্যম্পশ্যা শাঁখিনী অন্তঃস্বভা

তাই সৎমা এয়ো দাই খুঁজতে গেলো।

শাঁখিনীর মা বলল, "সুজলা সুফলা রূপসী বাংলার ললনারা অরক্ষণীয়া"।

তাই খাচি অর্ধাঙ্গিনী পেলে ললনাদের সুরক্ষা করা উচিত।



এক কথায় উত্তর

১. লিঙ্গ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: চিহ্ন।

২. লিঙ্গ কয় প্রকার?

উত্তর: ৪ প্রকার।

৩. অক্-অন্ত স্থানে স্ত্রী লিঙ্গ কী হয়?

উত্তর: 'ইকা'। যেমন- পাঠক-পাঠিকা।

৪. 'সারী' শব্দটির পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ কোনটি?

উত্তর: 'শুক'।

৫. 'কুলি' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?

উত্তর: কামিন।

৬. 'নাটক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কী?

উত্তর: নাটিকা।

৭. 'সুকঠ' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?

উত্তর: সুকঠী/সুকঠা।

৮. 'ঘোষ' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী হবে?

উত্তর: ঘোষজা/ঘোষজায়া (স্ত্রী)।

৯. 'খানসামা' শব্দটি কোন লিঙ্গ?

উত্তর: পুংলিঙ্গ।

১০. 'খান' শব্দটির স্ত্রীবাচক শব্দ কী?

উত্তর: খানম।

১১. 'জেনানা' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?

উত্তর: মরদ।

১২. 'কল্যাণবরেশু' শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ কী হবে?

উত্তর: কল্যাণবরাসু।

১৩. 'গোলাম' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?

উত্তর: বাঁদী।

১৪. 'বিদ্বান' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?

উত্তর: বিদুষী।

১৫. নিত্য পুরুষবাচক শব্দ-

উত্তর: বিপত্নী, সভাপতি, কৃতদার, ঢাকী প্রভৃতি।

১৬. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ-

উত্তর: সধবা, বিধবা, সতীন, দাই, এয়ো, সৎমা প্রভৃতি।

১৭. উভয়লিঙ্গবাচক শব্দ-

উত্তর: সন্তান, মস্ত্রী, ঋষি, ফৌজ, সৈন্য প্রভৃতি।



১৮. 'শুশ্রূ' কোন ধরনের শব্দ?

উত্তর: স্ত্রীবাচক শব্দ।

১৯. 'শ্রেয়সী' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী হবে?

উত্তর: শ্রেয়ান।

২০. 'মৃন্ময়ী' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?

উত্তর: মৃন্ময়।

২১. 'বকনা' শব্দের পুংলিঙ্গ কী?

উত্তর: এঁড়ে।

২২. 'চতুর্দশ' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?

উত্তর: চতুর্দশী।

২৩. 'রজকী' শব্দের পুংলিঙ্গ কী?

উত্তর: রজক।

২৪. 'একাঙ্ক' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?

উত্তর: একাঙ্কিকা।

২৫. 'ক্রৌঞ্চ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কী হবে?

উত্তর: ক্রৌঞ্চা।



Teacher's Work



১. নারীকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- [২৩তম বিসিএস]

ক কল্যাণীয়েষু

খ সূচরিতেষু

গ শ্রদ্ধাস্পদাসু

ঘ প্রীতিভাজনেষু

২. কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না? [১৮তম বিসিএস]

ক বেয়াই

খ সাহেব

গ কবিরাজ

ঘ সঙ্গী

৩. কোনটির দুটি পুরুষবাচক শব্দ আছে? [১৮তম বিসিএস]

ক ননদ

খ আয়া

গ প্রিয়া

ঘ শিষ্য

Unique Question for



Student Practice

১. অর্থবোধক ধনিকে বলা হয়-

ক বাক্য

খ উপসর্গ

গ শব্দ

ঘ প্রত্যয়

২. শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয়?

ক রূপ

খ বাক্য

গ শব্দাংশ

ঘ অর্থ

৩. 'বিধবা' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী-

ক বহুপত্নীক

খ সধবা

গ বিপত্নীক

ঘ অধবা

৪. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

ক ৫ প্রকার

খ ৪ প্রকার

গ ৩ প্রকার

ঘ ২ প্রকার

৫. গঠন অনুসারে শব্দ কয় প্রকার?

ক তিন

খ দুই

গ পাঁচ

ঘ চার

৬. কোন শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না-

ক যৌগিক শব্দ

খ যোগরূঢ় শব্দ

গ রূঢ় শব্দ

ঘ মৌলিক শব্দ

৭. কোনটি মৌলিক শব্দ?

ক লোনা

খ ডিম্বা

গ ফুল

ঘ চাকা

৮. যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন, তাকে বলে-

ক যৌগিক শব্দ

খ যোগরূঢ় শব্দ

গ রূঢ় শব্দ

ঘ মৌলিক শব্দ

৯. 'মিতালি' কোন প্রকৃতির শব্দ?

ক যৌগিক

খ রূঢ়

গ যোগরূঢ়

ঘ অব্যয়

১০. বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার বিদেশি শব্দ কত ভাগ এসেছে?

ক ৫%

খ ৮%

গ ১০%

ঘ ১২%

১১. বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ এসেছে-

ক আরবি থেকে

খ হিন্দি থেকে

গ উর্দু থেকে

ঘ ফারসি থেকে

১২. তৎসম শব্দ বলতে কী বোঝায়?

ক তদ্ভব শব্দ

খ দ্বিরক্তি

গ সংস্কৃত শব্দ

ঘ কৃদন্ত শব্দ

১৩. সংস্কৃত ভাষা থেকে যেসব শব্দ সোজাসুজি বাংলায় এসেছে ও যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে কী বলে?

ক দেশি শব্দ

খ অর্থ-তৎসম শব্দ

গ তৎসম শব্দ

ঘ তদ্ভব শব্দ

১৪. কোনটি তৎসম শব্দ?

ক হস্ত

খ চেয়ার

গ আনারস

ঘ টেবিল

১৫. নিচের কোন শব্দটি তৎসম শব্দ?

ক জীবন

খ গোয়ালা

গ পেট

ঘ ডিঙ্গি

১৬. তৎসম শব্দ কোনটি?

ক বৈষ্ণব

খ পেট

গ চামার

ঘ ঈমান

১৭. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?

ক চাঁদ

খ ভবন

গ বালতি

ঘ হরতাল

১৮. কোনটি তৎসম শব্দ?

ক চা

খ চেয়ার

গ কান

ঘ ধর্ম

১৯. কোনটি তৎসম শব্দের উদাহরণ?

ক মোক্তার

খ চাহিদা

গ ক্ষেত্র

ঘ জ্যোৎস্না

২০. বাংলা ব্যাকরণে কোন পদ সংস্কৃতের লিঙ্গের নিয়ম মানে না?

ক বিশেষণ

খ অব্যয়

গ সর্বনাম

ঘ বিশেষ্য



২৮. 'ক্ষুদার্থে' নারীবাচক শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (রুকিং সহকারী) - ২০২৪]
 ক মালিকা খ বালিকা
 গ কুমারী ঘ নবীনা ক
২৯. কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক বাংলা শব্দ? [নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পদের পরীক্ষা- ২০২৪]
 ক মা খ সতীন
 গ ঠাকুরন ঘ বোন খ
৩০. কোনটি মৌলিক শব্দ? [বাংলাদেশ রেলওয়ে টিকিট কালেক্টর-২০২৪]
 ক মা খ বাঁশি
 গ তৈল ঘ জলধি ক
৩১. 'তারিখ' কোন দেশি শব্দ? [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (পোস্টম্যান/রানার/অফিস সহায়ক)-২০২৪]
 ক বাংলা খ ইংরেজি
 গ আরবি ঘ জাপানি গ
৩২. নিচের কোন শব্দটি তৎসম? [প.অ. (অফিস সহায়ক)'২৩]
 ক হাত খ নক্ষত্র
 গ দারোগা ঘ চুলা খ
৩৩. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ? [শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
 ক চাঁদ খ খোকা
 গ কাঠ ঘ সন্ধ্যা ঘ
৩৪. কোনটি বিদেশি শব্দ নয়? [স্বা.প্র.অ. (নকশাকার (ড্রাফটম্যান)'২২]
 ক আদালত খ চিনি
 গ পাউরুটি ঘ সূর্য ঘ
৩৫. 'হংস' কোন ধরনের শব্দ? [স.জ.অ. (কার্য সহকারী)'২২]
 ক তৎসম খ তদ্ভব
 গ দেশি ঘ বিদেশি ক
৩৬. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ? [ক.জে.আ. (অডিটর)'২২]
 ক পাত্র খ চামার
 গ হাত ঘ দুধ ক
৩৭. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ? [স্বা.স.প্র.অ. (কার্যসহকারী)'২৩; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (৩য় পর্যায়)২০২০]
 ক গেরাম খ চামার
 গ মাটি ঘ নারিকেল ঘ
৩৮. নিচের কোন শব্দটি তৎসম শব্দগুণম.হি.নি.কা. (জুনিয়র অডিটর)'২২; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক)'০৭]
 ক জীবন খ গোয়াল
 গ পেট ঘ ডিজি ক
৩৯. 'কাজ' শব্দের তৎসম রূপ- [পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
 ক ক্রিয়া খ কর্ম
 গ কজ্জ ঘ করণীয়
- নোট: কার্য (তৎসম) → কজ্জ (প্রাকৃত) → কাজ (বাংলা)।
৪০. 'তদ্ভব' শব্দের উদাহরণ কোনটি? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) - ২০২৪]
 ক ঘোড়া খ আকাশ
 গ টেকি ঘ কলম ক
৪১. 'আনারস' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পদের পরীক্ষা-২০২৪, বি.ম.(অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; বা.বে.বি.চ.ক. (মেডিকেল অফিসার/এরোড্রাম সহকারী)'২১; বা.কৃ.উ.ক. (সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'২০]
 ক ওলন্দাজ খ পর্তুগিজ
 গ তুর্কি ঘ ফারসি খ
৪২. 'আদালত' শব্দটি কোন ভাষা থেকে জাত? [হোম ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট পদের পরীক্ষা)-২০২৪]
 ক আরবি খ বাংলা
 গ পর্তুগিজ ঘ ফারসি ক
৪৩. 'পোলাও' শব্দটি- [বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পরীক্ষা-২০২৪]
 ক ফারসি খ সংস্কৃত
 গ বাংলা ঘ আরবি ক
৪৪. 'রেস্তোরা' শব্দের উৎস ভাষা- [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (সিনিয়র স্টাফ নার্স)-২০২৪]
 ক তুর্কি খ ফারসি
 গ ফরাসি ঘ ইংরেজি গ
৪৫. কোনটি 'তদ্ভব' শব্দ? [প.অ. (অফিস সহায়ক)'২৩; বা.বে.বি.চ.ক. (এরোড্রাম ফায়ার লীডার)'২১; ত.ম.চ.প্র.অ. (ক্যামেরাম্যান)'১৯; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (৪র্থ ধাপ)'১৯]
 ক সূর্য খ চাঁদ
 গ চন্দ্র ঘ গগন খ
৪৬. 'তদ্ভব' শব্দের অর্থ হলো- [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর)'২৩]
 ক সংস্কৃতের সমান খ সংস্কৃত নয়
 গ সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ঘ বিদেশি শব্দ গ
৪৭. অর্থ-তৎসম শব্দ নয় কোনটি? [বা.প.উ.বো. (সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২৩]
 ক বদ্যি খ তেস্তা
 গ মিষ্টি ঘ চাঁদ ঘ
৪৮. কোনটি দেশি শব্দ? [বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'২২; প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩; স.ম.স.অ. (শহর সমাজসেবা অফিসার (হাসপাতাল)'০৭]
 ক পোঁপে খ আসন
 গ চেহারা ঘ টেকি ঘ
৪৯. 'ফকির' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [প.অ. (অফিস সহায়ক)'২৩]
 ক তুর্কি খ পর্তুগিজ
 গ আরবি ঘ ফারসি গ
৫০. 'হিসাব' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [ম.হি.নি.কা. (জুনিয়র অডিটর)'২২; পা.ব.ক. (সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)'২০]
 ক পর্তুগিজ খ আরবি
 গ জাপানি ঘ গুজরাটি খ
৫১. ময়নাতদন্ত শব্দের 'ময়না' কোন ভাষার শব্দগুণ? [প.বি.বো. (জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/মানবসম্পদ)'২২]
 ক খাঁটি বাংলা খ সংস্কৃত
 গ আরবি ঘ ফারসি গ
৫২. নিচের কোন শব্দটি আরবি ভাষা নয়? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর)'২৩]
 ক ইনসান খ ইবাদত
 গ মর্জি ঘ আশরফি ঘ
৫৩. 'একতারা' শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে- [ফা.সা.সি.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার)'২২]
 ক আরবি খ তুর্কি
 গ ফারসি ঘ সংস্কৃতি গ
৫৪. 'জংশন' শব্দটির উৎস ভাষা- [প.ম.(সহকারী পরিচালক)'২৩]
 ক ইংরেজি খ ফরাসি
 গ চীনা ঘ বার্মিজ ক
৫৫. 'কামিজ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর)'২৩]
 ক ইংরেজি খ হিন্দি
 গ পর্তুগিজ ঘ ওলন্দাজ গ

৮১. 'দেশি' শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বিজ্ঞাপন আধিকারিক (গ্রেড-২) -০৬]
 ক চাঁদ খ ডাব
 গ ঈদ ঘ চশমা
৮২. পৈপে শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা -১০.১২.২১]
 ক ফরাসি খ ওলন্দাজ
 গ পর্তুগিজ ঘ ফারসি
৮৩. 'আনারস' এবং 'চাবি' শব্দ দুটি কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে? [১০তম বিসিএস]
 ক পর্তুগিজ খ আরবি
 গ দেশি ঘ ওলন্দাজ
৮৪. বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'বরফ' শব্দটি কোন বিদেশি ভাষা থেকে গৃহীত? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
 ক আরবি খ ফারসি
 গ পর্তুগিজ ঘ তুর্কি
৮৫. বাংলা ভাষায় সমাস নিষ্পন্ন যেসব শব্দ সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ প্রকাশ না করে বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে বলে— [পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা- ২০১৯; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০]
 ক যৌগিক শব্দ খ রূঢ় শব্দ
 গ যোগরূঢ় শব্দ ঘ সাধিত শব্দ
৮৬. নিচের কোনটি পর্তুগিজ শব্দ নয়? [বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন সিনিয়র গ্র্যাসিসট্যান্ট পদে নিয়োগ: ২০১৮]
 ক পাউরুটি খ বালতি
 গ সাবান ঘ গ্যারেজ
৮৭. আরবি উৎস থেকে আত্মীকৃত এবং প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলো— [রূপালী ব্যাংক লিমিটেড অফিসার (ক্যাশ): ২০১৮]
 ক রায় খ জবানবন্দি
 গ নমুনা ঘ দস্তখত
৮৮. কোনটি পর্তুগিজ শব্দ নয়? [উত্তরা ব্যাংক (ক্যাশ)- ২০১৭]
 ক আলকাতরা খ আলমারি
 গ আলবোলা ঘ আলপিন
৮৯. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা : '১৭]
 ক মহাযাত্রা খ বাঁশি
 গ প্রবীণ ঘ সন্দেশ
৯০. যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একইরকম সেগুলোকে বলে— [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (চ ইউনিট): '১৩-১৪]
 ক মৌলিক খ যৌগিক শব্দ
 গ সাধিত শব্দ ঘ রূঢ় শব্দ

Class Test

১. 'সন্দেশ' কোন শ্রেণির শব্দ/ 'সন্দেশ' অর্থগত দিক থেকে কোন শ্রেণির শব্দ?
 ক মৌলিক খ যৌগিক
 গ রূঢ় ঘ যোগরূঢ়
২. কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
 ক পঙ্কজ খ সন্দেশ
 গ প্রবীণ ঘ গায়ক
৩. চাঁদ+মুখ কোন ধরনের শব্দ?
 ক মৌলিক শব্দ খ সাধিত শব্দ
 গ যোগরূঢ় ঘ যৌগিক শব্দ
৪. 'চাঁদ' কোন শ্রেণির শব্দ?
 ক তৎসম খ অর্ধ-তৎসম
 গ তদ্ভব ঘ দেশি
৫. 'গুরে, বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি' - 'বাছা' শব্দটি?
 ক তৎসম খ তদ্ভব
 গ দেশি ঘ অর্ধ-তৎসম
৬. অর্ধ-তৎসম শব্দের উদাহরণ কোনটি?
 ক গঞ্জ খ চাঁদ
 গ পিতা ঘ গিন্নী
৭. নিচের কোনগুলো দেশি শব্দ?
 ক হস্ত, মস্তক খ খোকা, চাঁপা
 গ গিন্নি, গতব ঘ চাঁদ, ভাত
৮. 'সমিতি' কোন লিঙ্গ?
 ক স্ত্রীলিঙ্গ খ পুংলিঙ্গ
 গ স্ত্রীলিঙ্গ ঘ উভয় লিঙ্গ
৯. ঈ-প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়েছে কোনটি?
 ক জেলেনী খ অনাথিনী
 গ ছাত্রী ঘ মেছোনী
১০. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
 ক মজুরানী খ ঠাকুরানী
 গ মলিনা ঘ সৎমা



উত্তরমালা

১	গ
২	ক
৩	খ
৪	গ
৫	খ
৬	ঘ
৭	খ
৮	ক
৯	গ
১০	ঘ

